সিএনজি প্রকল্প ঃ

১। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ যানবাহনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানীকৃত জ্বালানী তেলের উপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা।

২। অনুমোদিত পর্যায় ঃ মূল ঃ ২৯-০১-১৯৮৬

সংশোধিত ঃ ০৭-১২-১৯৯৪

৩। বাস্তবায়ন কাল ঃ

	আরম্ভ	সমাপ্ত
মূল ঃ	জুলাই ১৯৮৬	জুন ১৯৯০
সংশোধিত ঃ	জুলাই ১৯৮৬	জুন ১৯৯৬

৪। অনুমোদিত ব্যয় ঃ

স্থানীয়	ঃ	৫৯৪.৯৩ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিক	ঃ	১,৬২৩.০০ (লক্ষ টাকা)
মোট	ঃ	২,২১৭.৯৩ (লক্ষ টাকা)

৫। প্রকৃত ব্যয় ঃ

স্থানীয়	ঃ	২,০১৭.৩৭ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিক	ঃ	১২৮.৩৮ (লক্ষ টাকা)
মোট	ঃ	২,১৪৫.৭৩ (লক্ষ টাকা)

৬। উন্নয়ন সহযোগী ঃ আইডিএ (আংশিক)

৭। প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রম ঃ

(i) ঢাকা শহরে ০৪টি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন এবং রূপান্তরিত গাড়ীতে সিএনজি সরবরাহ।
(ii) ৭৫০টি পেট্রোল এবং ২৫০টি ডিজেল গাড়ী সিএনজি জ্বালানীতে রূপান্তরের জন্য রূপান্তর কিট ক্রয়।
(iii) ২০০০টি সিএনজি সিলিন্ডার ক্রয়
(iv) ১টি নৌযান ডিজেল ইঞ্জিন সিএনজি জ্বালানীতে রূপান্তর করণ পাইলট প্রকল্প।

৮। বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ

(i) ঢাকা শহরে ০৪টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপন।
(ii) ৭৫০টি পেট্রোল এবং ২৫০টি ডিজেল কিট সহ ২০০০টি সিএনজি সিলিন্ডার আমদানী করা হয়।
(iii) সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন সমূহ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনা কাজের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর।
(iv) সিএনজি মেরিন পাইলট প্রকল্পে নিম্নলিখিত কার্যাদি অন্তর্ভূক্ত ছিল ঃ

- আরিচায় ৪নং ফেরী টার্মিনালে একটি ভাসমান বার্জ মাউন্টেড সিএনজি রিফুয়েলিং ষ্টেশন স্থাপন।
- অনবোর্ড মেরিন সিএনজি ষ্টোরেজ সিলিন্ডার ফেরী ডেকে স্থাপন
- বিআইডব্লিউটিসি এর একটি কে-টাইপ ফেরী সিএনজি জ্বালানীতে রূপান্তর করা।
- বাস্তবায়িত কার্যাদি

- ভাসমান বার্জ মাউন্টেড সিএনজি রিফুলিং ষ্টেশন স্থাপন ও কমিশনিং কাজ করার লক্ষ্যে সিএনজি রিফুয়েলিং মডিউল সমূহ ভাসমান বার্জে স্থাপন করা হয় এবং মেরিন সিএনজি ষ্টেশনের কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য টার্নকি ঠিকাদার মেসার্স জিইআই এর সাথে চুক্তি ছিল। চুক্তির শর্তানুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও কাজ সমাপ্ত করে নাই।
- অনবোর্ড মেরিন সিএনজি ষ্টোরেজ সিলিন্ডার ক্রয় পূর্বক ফেরীতে স্থাপন করা হয়।
- বিআইডব্লিউটিসি এর একটি কে-টাইপ ফেরী সিএনজিতে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ টার্ণ-কী চুক্তির অধীনে আমদানী করে তা ফেরীতে সংযোজন করা হয়।